শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতির

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০২৪-২৫

সভাপতি
ড. কাজী মো. ইমদাদুল হক

সাধারণ সম্পাদক
মো. হাসেমুজ্জামান

সিনিয়র সহ-সভাপতি
ডা. আবু বকর সিদ্দিক

সহ-সভাপতি এয়ার কমডোর
(অব.) এম এ রউফ

সহ-সভাপতি
ব্রিগ্রে. জেনারেল (অব.) নাসিমুল গনি

সহ-সভাপতি
প্রকৌ: মো. রফিকুল ইসলাম

সহ-সভাপতি (মহিলা)
সাবিহা সুলতানা (পুতুল)

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
মো. রওশন আলী

সাংগঠনিক সম্পাদক
এ্যাড. মশিহুর রহমান

কোষাধ্যক্ষ
মো. মিজানুর রহমান মিঠু

দফতর সম্পাদক
মো: আবু বকর সিদ্দিক

প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক
মো. আব্দুল আলিম

ক্রীড়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মো. আরিফুর রহমান

সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক
মো: তানভীর রেজা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক
ডা. এম এ এইচ শামীম

বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয়ক সম্পাদক মো. তাহাজ্জদ হোসেন বাবু

কৃষি বিষয়ক সম্পাদক
কৃষিবিদ মুহাম্মদ তাহাজ্জত আলী

শিক্ষা ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক মো. মিঠুন মিয়া

আইন ও আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক এ্যাড. সাকিল উদ্দিন

শিশু মহিলাবিষয়ক সম্পাদক
রোখসানা হায়দার

নির্বাহী সদস্য
ডা. মো: দিদারুল আলম

নির্বাহী সদস্য
অধ্যাপক ডা. আহসান হাবিব হেলাল

নির্বাহী সদস্য
এ এন এম গোলাম মোস্তফা

নির্বাহী সদস্য
মো. এনামুল হক কান্দু

নির্বাহী সদস্য
মো. তৌহিদুর রহমান

নির্বাহী সদস্য
মো: সাইফুল মোর্শেদ

নির্বাহী সদস্য
সাবিহা আলম মুন্নী

নির্বাহী সদস্য
অধ্যাপক ডা: এজেড এম মাইদুল ইসলাম

নির্বাহী সদস্য
অধ্যাপক ডা: মো: সানোয়ার হোসেন

শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতির

কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০২২-২৩

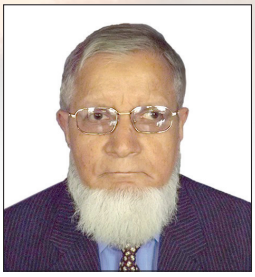

সভাপতি
অধ্যাপক ডা. এজেডএম মাইদুল ইসলাম

সাধারণ সম্পাদক
মো. হাসেমুজ্জামান

সিনিয়র সহ-সভাপতি
ড. কাজী মো. ইমদাদুল হক

সহ-সভাপতি
ডা. আবু বকর সিদ্দিক

সহ-সভাপতি এয়ার কমডোর (অব.) এম এ রউফ

সহ-সভাপতি
প্রকৌশল রফিকুল ইসলাম

সহ-সভাপতি
ডা. দিদারুল আলম

সহ-সভাপতি (মহিলা)
সাবিহা সুলতানা (পুতুল)

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
মো. রওশন আলী

সাংগঠনিক সম্পাদক
অ্যাড. মশিহুর রহমান

কোষাধ্যক্ষ
মো. এনামুল হক কান্দু

দফতর সম্পাদক
আব্দুল আলী আকন্দ

প্রচার সম্পাদক
মো. আব্দুল আলিম

ক্রীড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি
সম্পাদক মো. আরিফুর রহমান

সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক
প্রকৌ. মো. নূরুল আমিন চৌধুরী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক
অধ্যাপক ডা. ছানোয়ার হোসেন

বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয়ক সম্পাদক মো. মিঠুন মিয়া

কৃষি বনায়ন মৎস্য ও পশুপালনবিষয়ক সম্পাদক কে এম নজরুল ইসলাম

শিক্ষা ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক ড. উদয় কুমার মহন্ত

আইন আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. সাকিল উদ্দিন

শিশু মহিলাবিষয়ক সম্পাদক
রোখসানা হায়দার

নির্বাহী সদস্য
ডা. আহসান হাবিব হেলাল

নির্বাহী সদস্য
মিসেস সানজিদা আক্তার

নির্বাহী সদস্য
এ এন এম গোলাম মোস্তফা

নির্বাহী সদস্য
আবু রায়হান

নির্বাহী সদস্য
মো. মিজানুর রহমান মিঠু

নির্বাহী সদস্য
তৌহিদুর রহমান

নির্বাহী সদস্য
মো. তাহাজ্জত হোসেন বাবু

নির্বাহী সদস্য
সাবিহা আলম মুন্নী

বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলনমেলা বাস্তবায়ন কমিটি

দায়িত্ব ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা: **জনাব তানভীর রেজা** (চেয়ারম্যান, ট্রপিক্যাল হোমস্ লিঃ)

আহবায়ক: প্রকৌশলী জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (সহ-সভাপতি)

ক্রমিক	বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যগণ	
ক	অভ্যর্থনা	১. অধ্যাপক ডা. এ.জেড.এম মাইদুল ইসলাম ২. ড: কাজী মোঃ ইমদাদুল হক ৩. এয়ার কমোডর (অব:) এম. এ. রউফ	৪. ডা: আবু বকর সিদ্দিক ৫. হাসেমুজ্জামান ৬. আবুল কালাম আজাদ
খ	প্রকাশনা কমিটি	১. কৃষিবিদ মুহাম্মদ তাহাজ্জত আলী ২. মীর লিয়াকত আলী ৩. মিথুন মিয়া	৪. মোঃ আশরাফুল ইসলাম ৫. মোঃ আব্দুল আলীম
গ	এজিএম ও মিলনমেলা উপস্থাপন	১. মোঃ সাকিল উদ্দিন ২. রোকসানা হায়দার ৩. মোঃ তাহাজ্জদ হোসেন বাবু	৪. মোঃ সাইফুল মোরশেদ ৫. এ এইচ এম রাকিবুল্লাহ রকিব
ঘ	রেজিস্ট্রেশন ও প্রচার	১. মোঃ আবু বকর সিদ্দিক ২. মোঃ আব্দুল আলীম ৩. মোঃ আশরাফুল ইসলাম	৪. আব্দুল আলী আকন্দ ৫. মিজানুর রহমান (ছাত্র)
ঙ	রান্না ও খাবার তদারকি	১. প্রকৌশলী মোঃ রফিকুল ইসলাম ২. হাসেমুজ্জামান	৩. মোঃ রওশন আলী ৪. মো: তৌহিদুর রহমান
চ	অর্থ কমিটি	১. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল(অব:)মো: নাসিমুল গণি ২. প্রকৌশলী মো: আব্দুল মোনায়েম চৌধুরী ৩. অধ্যাপক ডা. এ.জেড.এম মাইদুল ইসলাম ৪. ড: কাজী মোঃ ইমদাদুল হক ৫. ডা: আবু বকর সিদ্দিক, ৬. মো: হাসেমুজ্জামান ৭. মোঃ আশরাফুল ইসলাম	৮. মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক ৯. মোঃ আরিফুল ইসলাম ১০. সাবিহা সুলতানা ১১. মুঈন উদ্দিন (সাবেক এমডি ব্যাংক) ১২. মোঃ মিজানুর রহমান মিঠু ১৩. মোঃ সাইফুল মোরশেদ ১৪. মোঃ আব্দুল আলীম
ছ	মঞ্চ ব্যবস্থপনা	১. মোঃ রওশন আলী ২. মোঃ মোফাচ্ছের আলী	
জ	প্যান্ডেল ব্যবস্থাপনা	১. মোঃ রওশন আলী ২. মোঃ মোফাচ্ছের আলী	
ঝ	কুপন বিক্রয়, র‍্যাফেল ড্র সহ খেলাধুলা, পুরস্কার ক্রয় ও ব্যবস্থাপনা	১. রুকসানা ইয়াসমিন ২. মোঃ আরিফুর রহমান ৩. মোঃ রওশন আলী ৪. মোঃ মিজানুর রহমান মিঠু	৫. মোঃ সাকিল উদ্দিন ৬. মোঃ তাহাজ্জদ হোসেন বাবু ৭. মোঃ সাইফুল মোরশেদ স্বপন
ঞ	পরিবহন ব্যবস্থাপনা	১. মোঃ রওশন আলী ২. মোঃ মোফাচ্ছের আলী	৩. মোঃ আব্দুল আলীম
ট	সার্বিক ও ভেন্যু ব্যবস্থাপনা	১. মোঃ রফিকুল ইসলাম ২. অ্যাডভোকেট মশিহুর রহমান	
ঠ	সাউন্ড অ্যান্ড মিউজিক	১. মোঃ রওশন আলী ২. মোঃ মোফাচ্ছের আলী	

সার্বিক পরামর্শে: অধ্যাপক ডা. এ.জেড.এম মাইদুল ইসলাম, ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, হাসেমুজ্জামান ও অ্যাড. মশিহুর রহমান।

আমরা যাদের হারিয়েছি–

“অভিলাষী নক্ষত্রের নির্মল প্রশান্তি
জীবনের ক্লান্তির মহাবিশ্রাম
অনন্ত মহাকালের স্বপ্নে হবো আমি বিভোর
পাবো চিরন্তন শান্তির ছাড়পত্র।”

মহাকালের এক চরম সত্য ‘মৃত্যু’। সময়ের পরিক্রমায় পেরিয়ে গেছে অনেকটা সময়। ৭ বছরের পথ চলায় আমরা হারিয়েছি সমিতির প্রিয় কিছু মুখ। যারা নানাভাবে আমাদের সমিতিকে বিকশিত করতে অবদান রেখেছেন। আমরা পেছনে ফিরে তাকাই, তাঁদের কথা স্মরণ করে ভারাক্রান্ত হই, অশ্রুসিক্ত হয় দু’নয়ন। তাঁদের অবদানকে আমরা সবসময়ই স্মরণ করে যাবো।

শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা এর সম্পৃক্ত সকল মহতী আত্মার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। স্মৃতির মানসপটে আপনারা চিরভাস্বর। সেই সাথে বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি আল্লাহ্ আপনাদের জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

ডা. আমিনা খান
(০১ আগস্ট ১৯৫৭ - ২৬ মে ২০২০)

এজেডএম শামসুজ্জোহা
(১১ ফেব্রু. ১৯৫৯ - ০১ জানু. ২০২১)

সানজিদা আক্তার
(২৫ ফেব্রু. ১৯৪৮ - ১৯ জুলাই ২০২৩)

ডা. রেজাউল করিম সান্না
(০১ জুলাই ১৯৪৪ - ৭ই নভে. ২০২৪)

রুমানা গনি
(০৬ এপ্রিল ১৯৭১ - ২৪ নভে. ২০২০)

জাহাঙ্গীর হোসেন
(১৩ জুলাই ১৯৪৭ - ১৬ এপ্রিল ২০২১)

শহিদ মো. সেলিম হোসেন

শহিদ মো. রনি

(শিবগঞ্জে জুলাই ২০২৪ এর বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নিহত)

শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি প্রজ্বলিত নেটওয়ার্ক

ডক্টর কাজী মো. ইমদাদুল হক
সভাপতি
শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

কোমল মাটির স্পর্শে জন্মগ্রহণের আঙিনা থেকে নাগালের বাইরে ঢাকায় বসবাসরত তরুণ-তরুণী, যুব, প্রবীণ ও সর্বস্তরের কর্মব্যস্ত আমরা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরস্পরের গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি একটি কেন্দ্রে শিবগঞ্জ উপজেলা কল্যাণ সমিতি। এই কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনে বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি বড়শক্তি। শিবগঞ্জ উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা এই কেন্দ্রের এক একটি গ্রুপ, যা সম্মিলিতভাবে সকলের জন্য জোগাবে অপার শক্তি। একটি কেন্দ্রের আবর্তে নির্দিষ্ট জনপদের সকলকে একত্র করে পরস্পরের মধ্যে শক্তিশালী যোগাযোগ স্থাপন করে একটি বলিষ্ঠ নেটওয়ার্কের জালের মাধ্যমে সম্মিলিত শক্তির সংযোগের বন্ধনে অগ্রগামী হয়ে আজকের এ সাফল্যের দোরগোড়ায় এসেছে।

আমরা জানি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক একাধিক কম্পিউটার পরস্পরে কোনো তার বা বেতার (wire or wireless) এর মাধ্যমে সংযুক্ত (connected) হয়ে থাকে, তখন সেটাকেই বলা হয় নেটওয়ার্ক। সাধারণত দুটি কম্পিউটার পরস্পরে সংযুক্ত থাকলেও নেটওয়ার্ক বলা হয়। আবার হাজার-লক্ষ কম্পিউটার ডিভাইস পরস্পরে সংযুক্ত থাকলে সেটাও একটি নেটওয়ার্ক। তেমনি একাধিক ব্যক্তি পর্যায়ের নেটওয়ার্ক থেকেই অঙ্কুরিত হয় সমষ্টিগত নেটওয়ার্ক। সেখান থেকে তৈরি হয় বৃহত্তর নেটওয়ার্ক। এই সমষ্টিগত সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃসংযোগ নেটওয়ার্ক বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে এর অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সহজেই এলাকাবাসী ও ঢাকায় বসবাসকারী এমনকি বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের আগ্রহী সদস্যগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বার্তা, লেখালেখি, লিংক, ছবি, ভিডিও, অডিও কল বা পাঠ বার্তার মাধ্যমে সহজেই যোগাযোগ করা সম্ভব, যা দূরত্ব কমিয়ে সদস্যদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিনিময় করা সহজতর করে। নেটওয়ার্ক দূরের মানুষকে নিকটতর করতে সহায়তা করে, তথ্য বিনিময়ের সুযোগ দেয়। সর্বোপরি সদস্যদের সৃষ্টিশীল কাজ সহজে শেয়ার করে একটি বৃহত্তর পর্যায়ে পৌঁছানোর সুযোগ করে দেয়।

সমাজ উন্নয়ন সংযোগ

২০০৮ সালে সরকারি চাকরি হতে অবসরের পূর্বে থেকেই সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্মভূমির গ্রামে দৃষ্টিপাতের তাগিদ থেকে বাল্যকালের সহযোগীদের সান্নিধ্যের নেশায় গ্রাম পর্যায়ের নেটওয়ার্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হই। যে গ্রামে আমার জন্ম, সেই গ্রামের একজন কৃষিবিদ হিসেবে কৃষি কাজে নিয়োজিত অধিকাংশ অধিবাসীর (জনপদের) কোন প্রয়োজনটি তাদের সরাসরি উন্নতির জন্য উপকারে আসবে, সেই চিন্তা মাথায় কাজ করে এবং কীভাবে সেই জনপদের সাথে তাদের গ্রামীণ পরিবেশে প্রয়োজনীয় কোন কাজ তাদের সরাসরি উপকারে আসবে। তখনই অনুভব করি তাদের সাথে স্থায়ী নেটওয়ার্ক তৈরি করার সহজ উপায় হলো এলাকাবাসীর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রামের সম্ভাব্য উন্নয়ন করা এবং তার জন্য প্রয়োজন জরুরি যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ করা, যা পাকা রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মতোই গ্রামের মাঝ দিয়ে পাকা রাস্তা দ্রুত যোগাযোগকে সহজ করে। আমার গ্রামের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। কৃষি যেহেতু প্রধান পেশা, সেই কৃষির পরিবর্তনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হলো গেঢ়। সেচের জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎ। স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপন গ্রামের উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। সেই চালিকাশক্তির অন্তর্ভুক্তির প্রয়াসের আলোকে ২০০৫ সালে পাকা রাস্তার সংযোগ করা সম্ভব হয়। ২০০৯ সালে বরেন্দ্র প্রকল্প থেকে গ্রামে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে সেচব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সংযোগ করার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে এক অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে, যা এখনও গ্রামের কৃষি উন্নয়ন ব্যবস্থায় বিশেষ অবদান রাখছে। তৎকালীন অবস্থায় সংরক্ষিত কঠোর নীতির মাধ্যমে সেচব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে একটি সমিতি গঠনের মাধ্যমে এই কাজগুলো করতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখে। এই কাজগুলো কৃষির উৎপাদন ও কৃষি পণ্যের বাজার ব্যবস্থার সাথে দূরবর্তী নেটওয়ার্কের সৃষ্টি করে গ্রামকে সংযুক্ত করেছে। নিজ গ্রামের মানুষের জন্য এই সামান্যটুকু অবদানের ব্যবস্থা করতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত ও আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করি। কাজেই যে কোনো প্রচেষ্টায় সম্মিলিত উদ্যোগ, দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ সাফল্যের চাবিকাঠি, এটাই সর্বজনস্বীকৃত।

ফিরে দেখা

সরকারি চাকরি থেকে ছিন্ন হওয়ার পর মাঝে মাঝে গ্রামে ফিরে গিয়ে ছোটবেলার খেলার সাথী ও স্কুলের বন্ধুদের সাথে মিলিত হয়ে কীভাবে দৃঢ় সংযোগ স্থাপন করা, সেই চিন্তার দোদুল্যমানে প্রাণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে নিয়ে নেটওয়ার্ক স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় সম্মেলন করার প্রয়াস নেই। উক্ত প্রয়াসের আলোকে ১৮৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল প্রাক্তন শিক্ষক, ছাত্র ও অধ্যায়নরতদের সমন্বয়ে ২০১২ সালে প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত করার প্রয়াস নেয় এবং তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এই পুনর্মিলনীতে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত "Getco বাংলাদেশ" ও "লাল তীর সীড লিমিটেড" কোম্পানির আর্থিক সহযোগিতা অনুষ্ঠানকে অধিক সমৃদ্ধ করেছে। এই চলমান সামাজিক কার্যক্রমের

মাঝেই আমার ছোট ভাই প্রকৌঃ নূরুল ইসলামের মাধ্যমে পরিচিত হওয়া সুযোগ হয় আমার একই ইউনিয়নের বাসিন্দা ঢাকায় বসবাসরত প্রকৌঃ রফিকুল ইসলাম এর সাথে। এই পরিচয় থেকে অবহেলিত প্রবীণদের নিয়ে চিকিৎসা ও অন্যান্য সহায়তামূলক কাজ করার লক্ষ্যে ১৯১২ সালে গঠন করা হয় সৈয়দপুর ইউনিয়ন Senior Citizen Forum। ফোরামের মাধ্যমে ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯ এ বিভিন্ন কার্যক্রম যথা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী বৃত্তি ও প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট কৃতী ছাত্র সংবর্ধনা, বার্ষিক ক্রীড়া ও বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, স্থানীয় স্কুলে মেধা উন্নয়ন বৃত্তি, প্রবীণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প ইত্যাদি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। মেডিক্যাল ক্যাম্প কার্যক্রমে বিশেষ সহায়তা করেন সৈয়দপুরের কৃতী সন্তান বর্তমানে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে পরিচালক হিসেবে কর্মরত ডা. নূরুজ্জামান। জনাব রফিক ও আমি মিলিতভাবে প্রায়ই আলোচনা করি Senior Citizen Forum কে কীভাবে শিবগঞ্জ উপজেলাভিত্তিক প্রসারিত করা যায়, সেই প্রয়াসের মাধ্যমেই বিভিন্ন সময় আলোচনায় মানবকল্যাণমূলক একটি নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম বা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগের ধারণা নিয়ে আমরা সমবেত প্রয়াস নেই। শিবগঞ্জ উপজেলা সমিতি গঠনের মাধ্যমে Senior Citizen Forum কে উপজেলাভিত্তিক বিস্তার করার চিন্তা থেকে আমরা এগোতে থাকি। ইতিমধ্যেই ঢাকাস্থ বগুড়া সমিতির কয়েকজনের সাথে বিভিন্নভাবে পরিচয় হয়। জনাব প্রকৌঃ রফিক আমাকে অবহিত করেন যে সমিতি গঠনের বিষয়ে প্রকৌঃ সুমন আহমদ, জনাব আব্দুল আলিম নামে উৎসাহী দুজন শিবগঞ্জবাসীর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যেই সৈয়দপুরের অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ জনাব সালেহ আহম্মদ, প্রকৌঃ নূরুল আলমসহ অনেকের সাথেই বিষয়টি নিয়ে ঘরোয়াভাবে আলোচনা চলতে থাকে। একদিন আমি ও জনাব রফিক বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় ডা. এ. জেড.এম. মাইদুল ইসলামের নাম প্রসংগক্রমে উঠে আসে, কারণ উনি শিবগঞ্জ তথা দেশের একজন স্বনামধন্য ডাক্তার হিসেবে সর্বজন পরিচিত। ইতিমধ্যেই প্রকৌঃ রফিকুল ইসলাম আমাকে অবহিত করেন যে বগুড়া সমিতির ইফতার অনুষ্ঠানে শিবগঞ্জের এর কয়েকজনের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। আমি নিজেও বগুড়া সমিতির আজীবন সদস্য হিসেবে বগুড়া সমিতির কয়েকটি পিকনিক ও কয়েকটি ইফতার অনুষ্ঠানে যোগদান করি। পরবর্তীতে জনাব রফিক, জনাব আলিমকে আমার সাথে আমার অফিসে পরিচয় করে দেন। আমার যতটুকু মনে পড়ে প্রাথমিকভাবে একদিন আমি, প্রকৌঃ রফিক ও প্রকৌঃ সুমন জনাব ডা. এ. জেড. এম মাইদুল ইসলাম এর ধানমন্ডির (ডক্টরস ডায়াগনোস্টিক সেন্টার) চেম্বারে দেখা করে সমিতি গঠনের বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করি এবং তাঁর আগ্রহ আমাকে অভিভূত করে। পরবর্তীতে আরও বেশ কয়েকজন যেমন জনাব রফিক, প্রকৌঃ সুমন, জনাব আব্দুল আলিম, জনাব প্রকৌশলী নূরুল আলমসহ পুনরায় দেখা করে একটি বর্ধিত সভা কীভাবে করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং উক্ত আলোচনায় অধ্যাপক ডা. এ. জেড. এম মাইদুল ইসলামের সাথে বিস্তারিত আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে একটু বৃহৎ পরিসরে ডা. এ. জেড. এম. মাইদুল ইসলামের ধানমন্ডির চেম্বারেই পুনরায় সভা করা হয় ১৭ নভেম্বর, ২০১৮। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডা. এ. জেড. এম মাইদুল ইসলাম, ডক্টর কাজী মো. ইমদাদুল হক, প্রকৌঃ এ. জেড. এম. সামছুজ্জোহা, প্রকৌঃ নূরুল আমিন চৌধুরী, প্রফেসর মোঃ এনামূল হক, প্রকৌঃ রফিকুল ইসলাম, প্রকৌঃ নূরুল আলম সুমন, মো. আরিফুর রহমান, মো. আব্দুল আলিম ও প্রকৌঃ নূরুল আলম। সভায় শিবগঞ্জ উপজেলা সমিতি গঠনের প্রক্রিয়া, নামসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত সভায় সমিতি গঠনের লক্ষ্যে এবং বৃহত্তর পরিসরে রমজানের ইফতার ও ঈদ পুণর্মিলনীকে উপলক্ষ করে আগামীতে বৃহত্তর জমায়েতের আশায় বর্ধিত কলেবরে সভা করা হয় ৩০ নভেম্বর ২০১৮ ঢাকার গ্রীন রোডস্থ "সেল গ্রীণ সেন্টার"। অধ্যাপক ডা. এ. জেড. এম. মাইদুল ইসলামের পূর্ণ সহযোগিতায় উক্ত স্থান নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সভায় অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক উপস্থিতির মাধ্যমে সমিতি গঠনের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত সভার শুরুতে আমি ড. কাজী মো. ইমদাদুল হক, শিবগঞ্জ সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে প্রাথমিক বক্তব্যের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় অনেকেই সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করেন। সভাশেষে ডা. এ. জেড. এম মাইদুল ইসলাম আহ্বায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত আহ্বায়ক কমিটি গঠনের মাধ্যমে সমিতির যাত্রা শুরু হয়। উক্ত সভায় একজন আমি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে উপস্থিত সম্মানিত সদস্যদের নিকট উপস্থাপন করার চেষ্টা করি। কোনো কার্যক্রম শুরু থেকেই অর্থের প্রয়োজন হয়, তা আমরা সবাই জানি। সভার এক পর্যায়ে সমিতির কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার জন্য উপস্থিত সদস্যদের নিকট আমি আর্থিক সাহায্যের আবেদন করি। উক্ত আবেদনে প্রথমে ডা. আবুবক্কর ছিদ্দিক সাহেবের ঘোষণার পরপরই অনেক সম্মানিত সদস্য বিভিন্ন পরিমাণ অনুদানের ঘোষণা করেন। সভায় আশান্বিত সমর্থন প্রদানের মাধ্যমে উপস্থিত সকলে অবদান রাখেন। উক্ত সভা থেকেই সকলের মনোবল, উৎসাহ ও আগ্রহ থেকে ঢাকাস্থ শিবগঞ্জবাসীর প্রাণের সংগঠন শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতির বীজের সূত্রপাত, যা পরবর্তীতে ধাপে ধাপে সংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হয়েছে।

সমিতির চেষ্টা

ইতোমধ্যেই সমিতি শিবগঞ্জ উপজেলার সবার মাঝে পরিচিতি লাভ করেছে। ইহা একটি সুনির্দিষ্ট প্ল্যাটফরম যা আপনাদের সকলকে একটি নেটওয়ার্কের জালে আকৃষ্ট করে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে এলাকার নবীন ও প্রবীণসহ সকলের মাঝে পরিচিতি, মতবিনিময়, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার নতুন দ্বারোন্মোচন করেছে।

শিবগঞ্জ উপজেলার অতীত ইতিহাস যেমন পুণ্ড্রনগরী মহাস্থানগড়, মুসলিম ঐতিহ্য, বৌদ্ধ ঐতিহ্য, শিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজির উৎপাদনসহ কৃষির এক অসামান্য অবদানে স্বাক্ষর রাখছে সারা দেশে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎকর্ষ সাধন করছে। ইতিহাসকে ভিত্তি করে আধুনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে শিবগঞ্জকে আরও উন্নত ও একটি যুগান্তকারী উপজেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে আমাদের সকলের সমষ্টিগত প্রয়াস প্রয়োজন।

সকলের প্রচেষ্টায় সমিতি বহুমুখী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিগত ও বর্তমান সময়ে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে অবদান রাখার প্রচেষ্টায় মগ্ন। গত জুলাই-আগস্ট ২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানে সমিতির মধ্যে তৈরি হয়েছে নতুন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশকে ৫২ বৎসর পর আবার নতুনভাবে গড়ার এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে। রক্তস্নাত গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশকে আমরা গড়তে চাই। ঠিক সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সামনে নিয়ে আমরা সবাই হাত বাড়িয়ে দেব আমাদের শিবগঞ্জকে গড়তে। আমরা বর্তমানে কিছু রুটিন নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বর্তমান, স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের চিন্তা-ভাবনা করতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী বন্ধন বা সংগঠন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতাই আন্দোলন সবাইকে যেমন একত্র করতে পেরেছে। তেমনি আমরা ঢাকাস্থ-শিবগঞ্জবাসী আমাদের এই সংগঠনকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখে সামনে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করি।

আমার মনে হয় প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে সমাজসেবামূলক কাজ করার আকাঙ্ক্ষা, এককভাবে সেটা করা কঠিন বা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সেটাকে সমষ্টিগতভাবে বাস্তবে রূপদান করা এই সমিতির লক্ষ্য। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন সকলের মুক্ত চিন্তাধারা, সাহায্য সহযোগিতা ও একনিষ্ঠ বাসনা। সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, ইহা এখন সার্বজনীন সকলের প্রাণের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। তাই একে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব সকলের এবং এক্ষেত্রেই প্রয়োজন সবার আকুণ্ঠ সহযোগিতা।

চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিম্নে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই ঃ-

» বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহতদের আর্থিক ও যোগাযোগ সহযোগিতা প্রদান।

» এলাকার গরিব, দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে জীবন মান উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে জাকাত সামগ্রী ও নগদ অর্থ, ঈদে খাদ্য-দ্রব্যাদি, শীতবস্ত্র বিতরণ, উন্নত জাতের ছাগী/ছাগল বিতরণ, প্রতিবন্ধীদের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তাসহ হুইলচেয়ার বিতরণ।

» জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

» গরিব ও অসহায়দের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা।

» এলাকার শিক্ষার্থীদের ঢাকায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা।

» অতি দরিদ্রদের মাঝে পার্টনারশিপ পদ্ধতির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা ও স্যানিটেশন (স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা) ব্যবস্থার উন্নয়ন।

» এলাকার জনগণকে সঠিক চিকিৎসা, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

» এলাকার পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণে উদ্যোগ ও সহায়তা করা।

» চাকরিদাতা ও প্রার্থীদের মাঝে সমন্বয় করে যুবদের প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করা।

» সবাইকে অংশীদারীর দায়িত্ব নিয়ে নিয়মিত যোগাযোগ, মতবিনিময় করে নিজেকে সমৃদ্ধ করা।

» বয়স্কদের চিকিৎসাসেবা ও পরিচর্যা প্রদানের ভূমিকা রাখা।

» এ অঞ্চলের শিক্ষিত বেকার ছেলে-মেয়েদের কর্মসংস্থান করাসহ কর্মক্ষেত্রে যোগ্য করে গড়ে তোলা।

» শিবগঞ্জের লোকজন ঢাকায় এলে প্রয়োজনীয় কাজে সহযোগিতা করা। বিপদগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসা।

» ঢাকার অদূরে আমিন বাজারের পরে শিবগঞ্জ উপজেলার দীর্ঘমেয়াদি অফিস কমপ্লেক্স বাস্তবায়ন প্রকল্প গ্রহণ।

» ঢাকায় বসবাসরত শিবগঞ্জবাসীর মধ্যে আগ্রহী ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে একটি আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ।

ভবিষ্যৎ ভাবনা ও পরিকল্পনা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন মেয়াদে কার্যক্রম গ্রহণ করে আমাদের নূতন পথ দিয়ে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টারত। বাংলাদেশের জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪ পরিবর্তনের পর আমরা আমাদের সমিতিকে একটি টেকসই প্রতিষ্ঠানে পরিণত করি। এর জন্য প্রয়োজন আপনাদের একনিষ্ঠ সহযোগিতা ও আন্তরিক ভালোবাসা। আসুন আমরা অন্যান্য সমিতি থেকে শিবগঞ্জ সমিতিকে একটু ভিন্নভাবে গতানুগতিক ধারার বাইরে নিয়ে রুটিন কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী আয়-বর্ধনমূলক চিন্ত-ভাবনা দিয়ে একে সমৃদ্ধ করি। এ বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ, সহায়তা ও জ্ঞানের প্রসার বাড়িয়ে সমিতিকে বেগবান করুন।

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

মো. হাসেমুজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক
শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

আজকের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং মিলনমেলার সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত পৃষ্ঠপোষক, সম্মানিত উপদেষ্টামণ্ডলী, দাতা সদস্য, আজীবন সদস্য, পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সভায় উপস্থিত সকলের প্রতি রইল আমার শিবগঞ্জ উপজেলার সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ হতে শুভেচ্ছা ও সালাম, আসসালামু আলাইকুম।

সম্মানিত উপস্থিতি

আপনারা জানেন ৩০ নভেম্বর ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি আজ একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আমি এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আজকে ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদন পেশের সুযোগ পাওয়ায় পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি ও আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আজকের সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করার প্রারম্ভে আমি পরম শদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সমিতির প্রয়াত সদস্যদের যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মহান ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনটির জন্ম হয়েছে। আমি তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। যারা আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আপনারা সবাই অবগত আছেন শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা এর অভিষেক ঘটে ২০১৮ সালের ৩০ নভেম্বর, গ্রীন রোডের সেল গ্রীন সেন্টার, ঢাকাতে বসবাসরত শিবগঞ্জ উপজেলাবাসীর এক আনন্দঘন মিলনমেলার আয়োজনের মধ্য দিয়ে। সেই মিলনমেলায় বেশকিছু উদ্যমী ব্যক্তিত্ব যেমন-অধ্যাপক ডা. এ জেড এম মাইদুল ইসলাম, ড. কাজী মো. ইমদাদুল হক, ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম, মো. আব্দুল আলীমসহ অনেকেই ঢাকায় এ শিবগঞ্জবাসীকে একত্রিত করে একটি কল্যাণমূলক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার পরিকল্পনা করেন। তার ধারাবাহিকতায় আজকের এই ঐতিহ্যবাহী শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি।

কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২২-২০২৩ দায়িত্ব গ্রহণ

গত ২৮/০১/২০২২ ইং অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ডঃ কুদরত-ই-খুদা অডিটোরিয়ামে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা দায়িত্বভার গ্রহণ করি। বিগত সাধারণ সভার পর ৭টি কার্যনির্বাহী কমিটির সভাসহ ২টি জুম মিটিং করেছি।

ইফতার ও দোয়া মাহফিল

সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছরই সদস্যদের সার্বিক সহযোগিতায় ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আয়োজনগুলোতে শিবগঞ্জবাসীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। শিবগঞ্জের মানুষসহ দেশ ও জাতির জন্য দোয়া করা হয়।

সার্বিক মিলনমেলা

সমিতি সৃষ্টিলগ্ন থেকেই আমরা প্রতিবছরেই মিলনমেলার আয়োজন করেছি। এছাড়াও ২০২২ সালের ৫ মে সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষকের সার্বিক সহযোগিতায় শিবগঞ্জে বগুড়ার অমরাপুরিতে ঈদ পুনর্মিলনীর আয়োজন করেছিলাম। সেখানে শিবগঞ্জের সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মাননা প্রদান

আমরা এ পর্যন্ত বিভিন্ন গুণীজনের পেশাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করায় সমিতির পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করেছি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: ১। ডা. রেজাউল করিম সান্না ২। অধ্যাপক ডা. এজেডএম মাইদুল ইসলাম ৩। ড. আশুতোষ সরকার ৪। অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবুর রহমান ৫। অধ্যাপক ডা. আহসান হাবীব ৬। অধ্যাপক ডা. মো. ছানোয়ার হোসেন ৭। মোছাম্মৎ রোখসানা হায়দার।

শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সহায়তা

সমিতির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আছেন, তাদের নেতৃত্বে শিবগঞ্জ থেকে আগত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়াসহ সার্বিক সহযোগিতা করা হয় এবং সেটা চলমান। আমি, আমরা এমন মানবিক সহযোগিতার জন্য সমিতির সহযোগী সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

পরীক্ষায় মেধা স্বীকৃতি

শিবগঞ্জ উপজেলার যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে মেধা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে সাফল্যের সাথে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠে অবস্থান করে নিয়েছে, সমিতির পক্ষ থেকে তাদের মেধা স্বীকৃতি এবং সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিসিএস পরীক্ষায় বিভিন্ন ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

এক নজরে ২০২৪ সালের সমিতির কার্যক্রম ঃ-

চিকিৎসা সহায়তা

শিবগঞ্জ উপজেলার অনেক অসহায় দরিদ্র পরিবারের অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করেছি। বিকলাঙ্গ লোকদের কৃত্রিম পা সংযোজনসহ হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়েছে। সিডিএফ-এর সহযোগিতায় বয়স্ক লোকদের মাঝে চিকিৎসাপত্র অনুযায়ী ওষুধ প্রদান করা হয়েছে।

জাকাত ও ঈদসামগ্রী বিতরণ

শিবগঞ্জ উপজেলার অসহায় পরিবারের মাঝে নগদ অর্থসহ শীতবস্ত্র বিতরণ, অনেক পরিবারকে স্বাবলম্বী করার জন্য সেলাই মেশিনসহ ছাগী বিতরণ করা হয়েছে।

সমিতির স্থায়ী অফিসসংক্রান্ত

আমরা আরশিনগরে ১০ কাঠা জমি ক্রয়ের জন্য বুকিং দিয়েছি। যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

করোনাকালীন জনসচেতনতায়

সরকারের সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে শিবগঞ্জের প্রতিটি এলাকার সচেতনতাসহ লিফলেট, মাইকিং, করোনা প্রতিরোধ সামগ্রী বিতরণ এবং করোনা ভ্যাকসিনের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে।

গঠনতন্ত্র সংশোধন ও সমিতির নিবন্ধন

আমাদের সমিতির গঠনতন্ত্রের কিছু ধারা সংশোধন করে তা সাধারণ সভায় অনুমোদন নিয়ে ১৮ বৎসরের উর্ধ্বে শিক্ষার্থীদের সমিতির সহযোগী সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করেছি। ২০২৩ সালের ২৪ জানুয়ারিতে ঢাকা জেলার সমাজসেবা কার্যালয় থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়েছে। আমাদের সমিতির নিবন্ধন নং: ০৯৯৭৮ তাং: ২৪/০১/২০২৩।

দাতা ও আজীবন সদস্য

সমিতির অনেকেই দাতা এবং আজীবন সদস্য হয়েছেন। সমিতির সাথে আমি সবাইকে দাতা ও আজীবন সদস্য হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

সমিতির ওয়েবসাইট, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপস

সমিতির একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। সেখানে সমিতির সকল আপগ্রেড প্রতিনিয়ত দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও সমিতির সদস্যদের মাঝে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে।

প্রিয় উপস্থিতি

সাধারণ সম্পাদক হিসেবে গত ২৮/০১/২০২২ ইং থেকে দায়িত্ব পালনকালে বর্তমান কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব ড. কাজী মো. ইমদাদুল হকের দিকনির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতায় সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে উৎসাহ পেয়েছি। দায়িত্বপালনের সময় নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম করেছি। ইতিমধ্যে আমরা সমিতির নামে ব্যাংক হিসাব খুলেছি। সমিতির জন্য একটি স্থায়ী জায়গা ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আপনাদের সবার সহযোগিতা পেলে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। আগামীতে সমিতির সভাপতি ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মেধাবৃত্তি ও অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সমিতির আর্থিক খাতের বিবরণী সমিতির কোষাধ্যক্ষ জনাব মো. মিজানুর রহমান আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবেন। আমার দায়িত্বকালীন সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম আপনাদের সামনে লিখিত আকারে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করলাম। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমার অনিচ্ছাকৃত কোনো প্রকার আচরণে যদি কারো মনে কষ্টের কারণ হয়ে থাকে, সেজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। আমাদের মনে রাখতে হবে শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা একটি অরাজনৈতিক সংগঠন আমাদের একটাই পরিচয়। দলমতের উর্ধ্বে আমাদের সমিতির উন্নয়নে এক ও অভিন্ন থাকতে হবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশে এবং বিদেশে সকলকে একত্রিত করে সমিতির কার্যক্রমকে আরো বেগবান করা।

২০২৪ সালের যেসব অনুষ্ঠান কর্মসূচি হয়েছে তার ছবিসমূহ ঃ-

১। ফ্যান্টাসী আইল্যান্ডে বার্ষিক মিলনমেলার অনুষ্ঠান।
২। ইফতার অনুষ্ঠান।
৩। ছাগল-ছাগী বিতরণ।
৪। ঈদে ত্রাণ বিতরণ।
৫। '২৪-এর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শিবগঞ্জের আহতদের সহায়তা।
৬। '২৪-এর ভয়াবহ বন্যায় বন্যার্তদের টিএসসিতে সহায়তা।
৭। ঈদে মিলাদুন্নবী ও দোয়া মাহফিল পালিত।
৮। জুলাই ফাউন্ডেশনে সহায়তা।
৯। কার্যকরী কমিটির মিটিংয়ের ছবি।
১০। সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত নিউজের ছবি।
১১। বিভিন্নজনের লেখা প্রবন্ধ।
১২। পাখির চোখে শিবগঞ্জের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থানের ছবি।
১৩। শিবগঞ্জে জুলাইয়ে শহিদদের ছবি।
১৪। বাণীসমূহ।
১৫। হিসাব বিবরণী।
১৬। ছাগল বিতরণের সফলতার ছবিসহ গল্প।
১৭। নতুন সদস্যের সংযোজন ও সংশোধন করা।
১৮। কবিতা ও অংকন বাচ্চাদের।
১৯। সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক জনাব রেজাউল করিম সান্না স্যারের স্মরণসভার ছবি ও তাঁর শোক।
২০। বিবিধ

পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদে (২০২৪-২০২৫) এর প্রতি আমার প্রস্তাব

১। সমিতির জন্য একটি স্থায়ী অফিস/স্থায়ী জায়গা ক্রয় করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে আর্থিক পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করা।
২। শিবগঞ্জ উপজেলার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য একটি টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
৩। ঢাকায় বসবাসরত শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্তরের ১৮ বছরের উর্ধ্বে সকলকে সমিতির সদস্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
৪। শিশুদের এবং বয়স্কদের মানসিক বিকাশ ঘটানোর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
৫। সমিতির মূলধন বাড়ানোর পরিকল্পনা করা।
৬। বয়স্ক এবং অসহায় পরিবারকে চিকিৎসা সহায়তা করা।
৭। মেধাবৃত্তি চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
৮। সমিতির সকল সদস্যকে দাতা এবং আজীবন সদস্য হওয়ার জন্য অনুরোধ করা।
৯। সদস্যদের মাসিক চাঁদা নিয়মিত করা।
১০। প্রকল্প-৩ গ্রহণ করা।

পরিশেষে আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় ও মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন-২০২৪

প্রতিবেদনের তারিখ ৩১/১২/২০২৪

ক্রম		গ্রহণ	সংখ্যা	২০২৪	সংখ্যা	২০২৩	সংখ্যা	২০২২	সংখ্যা	২০২১-২০১৮
১	পূর্বের জের/(ওপেনিং)	ব্যাংক স্থিতি (ওপেনিং)								
		ক) ৪০০৩১৩১০০০০১৬৯৬		৪২১,৪৩২.৬২		২৮৯,৫১১.৭৮		২২২,৪১১.২৭		
		খ) ৪০০৩০১১৩১০০০০১৭০৬								
		গ) ব্যাংক লভ্যাংশ				৬,৪১৯.৭৪		৪,১৮৯.৪২		
২		হাতে নগদ (ওপেনিং)								
		ক) কোষাধ্যক্ষ		৪২,৭০৫.০০		৮১০.০০		১৫৪,৭৩৫.০০		
		খ) অন্যান্য								
		গ) মোস্তাফিজ ও আলিম (যাকাত)	১	২০,৬৭০.০০		১৭,০০০.০০		১৫,০০০.০০		
		মোট জের		৪৮৪,৮০৭.৬২		৩১৩,৭৪১.৫২		৩৯৬,৩৩৫.৬৯		-
৩	সাধারণ তহবিল	সদস্যদের ভর্তি ফি ও মাসিক চাঁদা আয়	২০০	৭১,০০০.০০	১৬৮	৫২,৯৪৮.০০	১৩২	৬৬,০০০.০০		২০১,৬৫০.০০
৪		উপদেষ্টাদের অনুদান								
৫		ডোনার সদস্যদের অনুদান	১৭	৬৬০,০০০.০০		১৫০,০০০.০০	১	৫০,০০০.০০		
৬		আজীবন সদস্যদের অনুদান								
৭		এককালীন অনুদান আয়						৩,৬০০.০০		২৫৮,৫০০.০০
৮		বার্ষিক সাধারণ সভার আয়		২২৮,০৪০.০০		২৯০,৮৫০.০০				১৫১,৮৫০.০০
৯		মিলন মেলা/ঈদ পুর্নমিলনীর আয়								৩৪৭,৮০০.০০
১০		ইফতার মাহফিল/ আলু ঘাটি/ অন্যান্য উৎসবের আয়		৮৯,০০০.০০		৭,০০০.০০		৭৭,৮৫০.০০		৬৮,৫২৫.০০
১১		বিজ্ঞাপন আয়	১১	২১০,০০০.০০		৫০,০০০.০০				
১২		লোন আয়								
১৩		বিবিধ আয়/ত্রাণ/দোয়া মহফিল		১৩৯,৩০০.০০		১৪,২৩৭.০০		৭,৮৮৩.১৫		
		মোট আয়		১,৩৯৭,৩৪০.০০		৫৬৫,০৩৫.০০		২০৫,৩৩৩.১৫		১,০২৮,৩২৫.০০
	প্রজেক্ট আয়	প্রজেক্ট আয়								
১৪		ক) আবাসন প্রকল্প আয়	২৮	৯,৯০৯,৮৯৭.৩২						
		খ) স্থায়ী অফিস প্রকল্প আয়	১	১,০০০,০০০.০০						
		মোট আয়	১১৩	৯,৯০৯,৮৯৭.৩২	১৬৮	-	১৩৩	-	-	-
১৫	যাকাত আয়	জাকাত আয়		২৫৮,২০৫.০০		১৩৫,৪৪০.০০		১৩২,৫০০.০০	২	১৪৫,০৭০.০০
১৬		চিকিৎসা সহায়তা								
১৭		প্রবীন সহায়তা								
১৮		বিধবা সহায়তা								
১৯		বিবিধ/ত্রাণ ব্যয়				১২০,১০০.০০				
		মোট আয়	-	২৫৮,২০৫.০০	-	২৫৫,৫৪০.০০	-	১৩২,৫০০.০০	২	১৪৫,০৭০.০০
		সর্ব মোট গ্রহণ	১১৩	১২,১৫০,২৪৯.৯৪	১৬৮	১,১৩৪,৩১৬.৫২	১৩৩	৭৩৪,১৬৮.৮৪	২	১,১৭৩,৩৯৫.০০

ড. কাজী মো. ইমদাদুল হক
সভাপতি

মো. হাসেমুজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক

মো. মিজানুর রহমান মিঠু
কোষাধ্যক্ষ

শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন-২০২৪

প্রতিবেদনের তারিখ ৩১/১২/২০২৪

ক্রম		প্রদান	সংখ্যা	২০২৪	সংখ্যা	২০২৩	সংখ্যা	২০২২	সংখ্যা	২০১৮-২০২১
২০	সাধারণ ব্যয়	প্রাথমিক ব্যয়/সমিতি রেজিস্ট্রেশন খরচ		২০,০০০.০০						১৮,৪৫০.০০
২১		আসবাব পত্র		১৬,০০০.০০				১১,৫০০.০০		
২২		স্থায়ী সম্পদ								
২৩		ওয়েব সাইট, ডোমেইন চার্জ, হোস্টিং, থিম ক্রয়		৩৬,০০০.০০		২৫,৩৫০.০০		২০,০০০.০০		
২৪		বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যয়		১৮৪,০৫৩.০০		৭৪,৪৯৫.০০		৮১,৫৪২.০০		১৩১,৪৭৫.০০
২৫		মিলনমেলা/ঈদ পুনর্মিলনীর আয়		৫৭,৬৩৯.০০		৩৩৯,৮৯১.০০		১৫,০০০.০০		৩৪৪,৫৪৭.০০
২৬		ইফতার মাহফিল/ আলু ঘাঁটি/ অন্যান্য উৎসবের আয়		৭৮,০৪৫.০০				৯৮,৮০০.০০		৪৯,৫২৫.০০
২৭		সুভেনির প্রিন্ট ব্যয়	৫০০	১৬০,০০০.০০						
২৮		করোনা প্রতিরোধে ব্যয়								৪৩,১০০.০০
২৯		ব্যাংক চার্জ				২,৬০৭.৯০		৩,৫১২.০৬		
৩০		বিবিধ/ত্রাণ/দোয়া মহফিল ব্যয়		১৬৩,২৮৮.১৫				৩২,৯৩০.০০		৬৫,৪৮০.০০
মোট ব্যয়				৭১৫,০২৫.১৫		৪৪২,৩৪৩.৯০		২৬৩,২৮৪.০৬		৬৫২,৫৭৭.০০
৩১	প্রজেক্ট ব্যয়	জমি ক্রয় কমিটি কর্তৃক ব্যয়		১২৫,০০০.০০						
৩২		জমি বুকিং (৩০ কাঠা @ আরশিনগর)		৩,০০০,০০০.০০						
৩৩		জমি রেজি: (১০ কাঠা @ আরশিনগর)		৫,৭৫০,০০০.০০						
৩৪		অন্যান্য/ বিবিধ ব্যয়								
মোট আয়				৮,৮৭৫,০০০.০০		-		-		-
৩৫	জাকাত ব্যয়	জাকাত ব্যয় (শীত বস্ত্র/ ছাগল)	৫০০	২৪১,৯৯৬.০০		৯২,৭৩৫.০০		১১৫,১৮৪.০০		১৩০,০৭০.০০
৩৬		চিকিৎসা সহায়তা								
৩৭		প্রবীণ সহায়তা								
৩৮		বিধবা সহায়তা								
৩৯		বিবিধ ব্যয়/ ঈদসামগ্রী/ত্রাণ বিতরণ				১১৪,৪৩০.০০		১০,২৪২.০০		
মোট ব্যয়				২৪১,৯৯৬.০০		২০৭,১৬৫.০০		১২৫,৪২৬.০০		১৩০,০৭০.০০
৪০	উদ্বৃত্ত/ স্থিতি (ক্লোজিং)	ব্যাংক স্থিতি (ক্লোজিং)								
		ক) প্রধান ব্যাংক হিসাব		১,১২৮,১৬৯.৪৭		৪২১,৪৩২.৬২		২৮৯,৫১১.৭৮		২২১,০১৩.০০
		'৪০০৩১৩১০০০০১৬৯৬								
		খ) জমি ক্রয়সংক্রান্ত হিসাব		১,১৩৪,৮৯৭.৩২						
		'৪০০৩০১১৩১০০০০১৭০৬								
৪১		হাতে নগদ (ক্লোজিং)								
		ক) কোষাধ্যক্ষ (নগদ/অগ্রিম ব্যয়)		২৩,৯৫৩.০০		৪২,৭০৫.০০		৩২,৬৩১.০০		১৫৪,৭৩৫.০০
		খ) মোস্তাফিজ ও আবু বকর (জাকাত)	২	৩১,২০৯.০০		২০,৬৭০.০০		২৩,৩১৬.০০		১৫,০০০.০০
মোট				২,২১৮,২২৮.৭৯		৪৮৪,৮০৭.৬২		৩৪৫,৪৫৮.৭৮		৩৯০,৭৪৮.০০
সর্ব মোট প্রদান				১২,১৫০,২৪৯.৯৪		১,১৩৪,৩১৬.৫২		৭৩৪,১৬৮.৮৪		১,১৭৩,৩৯৫.০০

ড. কাজী মো. ইমদাদুল হক
সভাপতি

মো. হাসেমুজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক

মো. মিজানুর রহমান মিঠু
কোষাধ্যক্ষ

শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

বার্ষিক সম্ভাব্য আয়ের লক্ষ্যমাত্রা-২০২৫

তারিখ ৩১/১২/২০২৪

ক্রম		গ্রহণ	সংখ্যা	২০২৫	সংখ্যা	২০২৪	সংখ্যা	২০২৪
			আয়ের লক্ষ্যমাত্রা		আয়ের লক্ষ্যমাত্রা		২০২৪ সালে অর্জন	
১	সাধারণ তহবিল	সদস্যদের ভর্তি ফি	৫৫০	৫৫০,০০০.০০	৫০	৫০,০০০.০০	৫০	৭১,০০০.০০
২		মাসিক চাঁদা আয়	৫০০	৬০০,০০০.০০		২১৮,৪০০.০০		
৩		উপদেষ্টাদের অনুদান	৫	১০০,০০০.০০			১৭	
৪		ডোনার সদস্যদের অনুদান	৫০	২,৫০০,০০০.০০		২,৫০০,০০০.০০		৬৬০,০০০.০০
৫		আজীবন সদস্যদের অনুদান	৫০	১,২৫০,০০০.০০		১,২৫০,০০০.০০		
৬		এককালীন অনুদান আয়	২০০	১,০০০,০০০.০০		৫,০০০,০০০.০০		২,৮০০,০০০.০০
৭		বার্ষিক সাধারণ সভার আয়		২৫০,০০০.০০				২২৮,০৪০.০০
৮		মিলন মেলা/ঈদ পুর্নমিলনীর আয়	২০০	১০০,০০০.০০				
৯		ইফতার মাহফিল	২০০	১০০,০০০.০০				৮৯,০০০.০০
১০		আলু ঘাটি/ অন্যান্য উৎসবের আয়	২০০	১০০,০০০.০০			১১	
১১		বিজ্ঞাপন আয়	২০	৫০০,০০০.০০		৫০০,০০০.০০		২১০,০০০.০০
১২		লোন আয়/ব্যাংক লভ্যাংশ		১০,০০০.০০				
১৩		বিবিধ আয়/ত্রাণ/দোয়া মহফিল	১০০	২০০,০০০.০০		২০০,০০০.০০		১৩৯,৩০০.০০
মোট আয়				৭,২৬০,০০০.০০		৯,৭১৮,৪০০.০০		৪,১৯৭,৩৪০.০০
	প্রজেক্ট তহবিল	প্রজেক্ট তহবিল						
১৪		ক) স্থায়ী অফিস প্রকল্প-০১, তহবিল	২০০	১০০,০০০.০০				১,০০০,০০০.০০
১৫		খ) আবাসন প্রকল্প-০২, তহবিল	২৮	১১,৪০০,০০০.০০				৬,২০০,০০০.০০
১৬		গ) স্থায়ী সম্পদ প্রকল্প-০৩, তহবিল	১০০	১০,০০০,০০০.০০				
মোট আয়			২,৪০৩	২১,৫০০,০০০.০০	৫০	-	৭৮	৭,২০০,০০০.০০
১৫	যাকাত তহবিল	যাকাত আয়		৩৫০,০০০.০০		৩০০,০০০.০০		২৫৮,২০৫.০০
১৬		চিকিৎসা সহায়তা		৫০,০০০.০০				
১৭		প্রবীন সহায়তা		৫০,০০০.০০				
১৮		বিধবা সহায়তা		৫০,০০০.০০				
১৯		বিবিধ/ত্রাণ ব্যয়		২০০,০০০.০০				
মোট আয়			-	৭০০,০০০.০০	-	৩০০,০০০.০০	-	২৫৮,২০৫.০০
সর্ব মোট গ্রহণ			২,৪০৩	২৯,৪৬০,০০০.০০	৫০	১০,০১৮,৪০০.০০	৭৮	১১,৬৫৫,৫৪৫.০০

ড. কাজী মো. ইমদাদুল হক
সভাপতি

মো. হাসেমুজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক

মো. মিজানুর রহমান মিঠু
কোষাধ্যক্ষ

শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

বার্ষিক সম্ভাব্য ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা-২০২৫

তারিখ ৩১/১২/২০২৪

ক্রম		প্রদান	সংখ্যা	২০২৫	সংখ্যা	২০২৪	সংখ্যা	২০২৪
			ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা		ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা		২০২৪ সালে অর্জন	
২০	সাধারণ ব্যয়	প্রাথমিক ব্যয়/সমিতি সারাধণ খরচ		২০০,০০০.০০		১৪২,০০০.০০		২০,০০০.০০
২১		আসবাব পত্র		৫০,০০০.০০		৫০,০০০.০০		১৬,০০০.০০
২২		স্থায়ী সম্পদ/অফিস		২,৪০০,০০০.০০		৭০,০০০.০০		
২৩		ওয়েব সাইট, ডোমেইন চার্জ, হোস্টিং, থিম ক্রয়		৩০,০০০.০০		৩০,০০০.০০		৩৬,০০০.০০
২৪		বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যয়		২০০,০০০.০০		১৫০,০০০.০০		১৮৪,০৫৩.০০
২৫		মিলন মেলা/ঈদ পুর্নমিলনীর আয়		২০০,০০০.০০		৫০,০০০.০০		৫৭,৬৩৯.০০
২৬		ইফতার মাহফিল/ আলু ঘাটি/ অন্যান্য উৎসবের আয়		২০০,০০০.০০		৫০,০০০.০০		৭৮,০৪৫.০০
২৭		সুভেনির প্রিন্ট ব্যয়	৫০০	২০০,০০০.০০		১৫০,০০০.০০		১৬০,০০০.০০
২৮		জনকল্যাণ/করোনা প্রতিরাধে ব্যয়		১০০,০০০.০০				
২৯		ব্যাংক চার্জ		৫,০০০.০০				
৩০		বিবিধ/ত্রাণ/দোয়া মহফিল ব্যয়		২০০,০০০.০০		২৬০,০০০.০০		১৬৩,২৮৮.১৫
মোট ব্যয়				৩,৭৮৫,০০০.০০		৯৫২,০০০.০০		৭১৫,০২৫.১৫
৩১	প্রজেক্ট ব্যয়	জমি ক্রয় কমিটি কর্তৃক ব্যয়		৫০০,০০০.০০				১২৫,০০০.০০
৩২		প্রকল্প-০১: (১০ কাঠা @ আরশিনগর)		২,৪০০,০০০.০০		৫,০০০,০০০.০০		৩,০০০,০০০.০০
৩৩		প্রকল্প-০২: (৩০ কাঠা @ আরশিনগর)		১১,৪০০,০০০.০০				৫,৭৫০,০০০.০০
৩৪		প্রকল্প-০৩ (১০ কাঠা @ আরশিনগর)		১০,০০০,০০০.০০				
মোট আয়				২৪,৩০০,০০০.০০		৫,০০০,০০০.০০		৮,৮৭৫,০০০.০০
৩৫	যাকাত ব্যয়	যাকাত ব্যয় (শীত বস্ত্র/ ছাগল)	১০০	৩৫০,০০০.০০		৩০০,০০০.০০		২৪১,৯৯৬.০০
৩৬		চিকিৎসা সহায়তা		৫০,০০০.০০		৫০,০০০.০০		
৩৭		প্রবীন সহায়তা		৫০,০০০.০০		৫০,০০০.০০		
৩৮		বিধবা সহায়তা		৫০,০০০.০০				
৩৯		বিবিধ ব্যয়/ ঈদ সামগ্রী/ত্রাণ বিতরণ		২০০,০০০.০০				
মোট ব্যয়				৭০০,০০০.০০		৪০০,০০০.০০		২৪১,৯৯৬.০০
সর্ব মোট প্রদান				**২৮,৭৮৫,০০০.০০**		**৬,৩৫২,০০০.০০**		**৯,৮৩২,০২১.১৫**
৪০		উদ্বৃত্ত/ স্থিতি (ক্লোজিং)		৬৭৫,০০০.০০		৩,৬৬৬,৪০০.০০		১,৮২৩,৫২৩.৮৫

ড. কাজী মো. ইমদাদুল হক
সভাপতি

মো. হাসেমুজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক

মো. মিজানুর রহমান মিঠু
কোষাধ্যক্ষ

কেন সমিতি করবেন?
শিবগঞ্জ উপজেলা কল্যাণ সমিতি

পৃথিবীর পরিসরে উপজেলা একটি ক্ষুদ্রতম জায়গা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ক্ষুদ্রতম জায়গায় শিবগঞ্জ উপজেলায় প্রায় ৪.২৮ লক্ষ লোকের বসবাস। কিছু কম-বেশি হলেও প্রায় অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারী। ঘনত্বের বিচারে একটি ঘনবহুল (১৮৪৮ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) উপজেলা শিবগঞ্জ। আপনি কি জানেন এই উপজেলার কতজন এই বৃহত্তর ঢাকায় বসবাস করে-না আপনি জানেন না। যারাই বসবাস করে, তার কত জনকেই বা আপনার পরিচিত। হয়ত বা আপনার মনে হতে পারে। সবার সাথে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন কি ? আমি বলব, অবশ্যই পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। আপনার জন্মসূত্রে নাড়ির স্থানকে অর্থাৎ আপনার উপজেলা শিবগঞ্জের ঢাকায় বসবাসরত এর মধ্যে আপনার অবস্থান বা নামটি কোথায়। এই জিজ্ঞাসার জবাব খোঁজার দায়িত্ব রইল আপনার কাছেই।

আমাদের চারপাশে অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা একা নন, সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে চান। নিজের অস্তিত্বটুকুকেই শুধু ভাবেন না, বরং আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী-প্রকৃতি-পরিবেশ এসব কিছুর মধ্যেই নিজেদের খুঁজে পাওয়ার তারনায় মগ্ন তারা। ফলে সংগত কারণেই তাঁরা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন সার্বিক আনন্দ ও ভালোবাসা।

প্রতিবেশী আত্মীয় এলাকার বাসিন্দা সবার সুখ-দুঃখ এগিয়ে যান তাঁরা। এ জন্য কিন্তু অঢেল ঐশ্বর্যের বা অর্থের দরকার পড়ে না; কেবল একটু ইচ্ছা আর মানবিক মন থাকাই যথেষ্ট। আপনার নিঃস্বার্থ ছোট একটি কাজই নিয়ে আসতে পারে অনেক বড় পরিবর্তন। আশপাশে আপনার শিবগঞ্জের মানুষ থাকলে পাশে দাঁড়ান। এলাকার অভাবী মানুষের, কৃষির উন্নয়নে, শিক্ষাসহ জনবল উন্নয়নসহ অন্যান্য সেবামূলক কাজে সমমনা সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যান। এলাকার পরিবেশ, নবীন, ছাত্রছাত্রী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, অনাথ সবার জন্য নিজকে সম্পৃক্ত করুন। নিজের সীমিত পৃথিবীতে খিল এঁটে বসে থাকবেন না। শিবগঞ্জ আপনার উপজেলা। আপনিও এই শিবগঞ্জের। সুতরাং একটু দায়িত্ব নিন আপনার মানসপটে। একটুখানি ভিন্নতা তৈরিতে আপনার মূল্যবান সময়ের একটু ব্যবহার করুন। তাতে মনে প্রসন্নতা আসবে। এই ভিন্ন কিছু মানে, সমাজের জন্য। নিজ জন্মভূমির জন্য। নিজ মানুষের জন্য।

সমিতির স্বপ্ন পূরণের অভিযাত্রা

বিগত ১৬/০২/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমিনবাজার এলাকায় আরশিনগর আবাসিক প্রকল্পে শিবগঞ্জ উপজেলা বগুড়া কল্যাণ সমিতি ঢাকা স্থায়ী অফিস কমপ্লেক্স করার জন্য (৫+৫)=১০ (দশ)কাঠার একটি কর্নার প্লট বুকিং করা হয়েছে। শিবগঞ্জ উপজেলা বগুড়া কল্যাণ সমিতি ঢাকা এর (রেজুলেশন বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত) এর পক্ষে চেয়ারম্যান গৃহায়ন উপ- কমিটি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. নাসিমুল গনি (অবঃ) সম্মতির পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

সমিতির ভবন নির্মাণের মধ্যে দিয়ে উপজেলাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হবে এবং সমিতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিক বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে। আগামীতেও উপজেলাবাসীর মহৎ আয়োজনে সক্রিয় থাকবে বলে আমাদের প্রত্যাশা ও কাম্য।

উপরে উল্লেখিত সবাই সিদ্ধান্তে সমিতির উদ্যোক্তা সদস্যের জন্য আবাসন প্রকল্পের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক ৩০ কাঠা জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয় এবং ইতিমধ্যে ১০ কাঠা জমি দলিল করা হয়। অবশিষ্ট ২০ কাঠা জমি শীঘ্রই দলিল করা হবে। এর মধ্য দিয়ে আগামীতে সমিতির অন্য সদস্যগণ আবাসিক প্রকল্পে শরিক হতে পারবেন। উল্লেখ্য সমিতির জমি ক্রয়ে উদ্যোক্তা সদস্যদের ডোনেশন ও সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন পূরণের অভিযাত্রা সফল হওয়ার পথে।

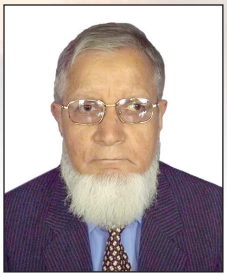

সান্না ও আমরা ক'জন

অধ্যাপক ডা. এ জেড এম মাইদুল ইসলাম
সাবেক চেয়ারম্যান (চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগ) বিএসএমএমইউ
ও
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

বেশ বড় ক্যাম্পাস, পশ্চিমে সম্পূর্ণ ফাঁকা। প্রশস্ত রাস্তা। পূর্বে পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান বিষয়াদির উপর হাতেকলমে শিক্ষার জন্য বিরাট কয়েকটি ল্যাবরেটরি। উত্তরে আর্টস ও দক্ষিণে সাইন্স বিল্ডিং। মাঝে সবুজগালিচা বিছানার মতো মসৃণ সবুজ ঘাসভর্তি বিরাট এক উন্মুক্ত মাঠ। উত্তরে আর্টস বিল্ডিং থেকে দক্ষিণে সাইন্স বিল্ডিং হেঁটে যেতে সময় লাগত প্রায় ৫-৬ মিনিট। আর্টস বিল্ডিংয়ে বাংলা ও ইংরেজি ক্লাস শেষে প্রায়ই আমাদের দক্ষিণে সাইন্স বিল্ডিংয়ে যেতে হতো। দুই ক্লাসের মাঝে সময় থাকত ৫ মিনিট। আমরা ক'জন সামনের সারির বেঞ্চে নিয়মিত বসতাম। কারণ পিছনের সারির জায়গাগুলো থেকে কোনো লেকচার ভালো শোনা যেত না। তাছাড়া কিছু সহপাঠী ছিল যারা পিছনে বসত, তারা মনোযোগ দিয়ে লেকচার শোনার চেয়ে গল্পগুজব ও ছোটখাটো দুষ্টুমিতে বেশ আগ্রহী ছিল। উপরোন্ত আরেকটি কারণ ছিল যা উল্লেখ না করলেই নয়। এ যুগে ছাত্রছাত্রীদের নিকট এটা একটা অবাক কাণ্ড মনে হবে-আমাদের ক্লাসরুমটি গ্যালারি ছিল, যা পিছনে উঁচু থেকে সামনে ঢালু ছিল। আর বিল্ডিংয়ের ছাদ ছিল সম্ভবত টিনের, ফলে বেশ গরম হত। সামনের সারির পরেই ছিল শিক্ষকদের দাঁড়ানোর জন্য একটু উঁচু ও পাকা প্ল্যাটফর্ম। তার পশ্চিম পাশে দেয়ালে ছিল লেখার জন্য একটি বড় কালো পাকা করা ব্লাকবোর্ড। এ প্ল্যাটফর্মের উপর ও সামনের সারির কিছু অংশজুড়ে মানুষের হাতে টানা পুরু কাপড়ের তৈরি ৫-৬ হাত লম্বা ও ২-৩ হাত চওড়া ঝুলানো পাখা ছিল। শুধু ক্লাসের সময় দুই-তিনজন কর্মচারী পালাক্রমে এ পাখা টেনে বাতাসের ব্যবস্থা করত। কারণ সেই সময় কলেজটিতে কোনো বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না। হ্যাঁ, আমি এতক্ষণ ১৯৬০-১৯৬২ সনের A.H. কলেজ, বগুড়া, অর্থাৎ আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া (বর্তমান পুরাতন আজিজুল হক কলেজ) এর কথা উল্লেখ করেছি। সেই ১৯৬০ সনে আমরা শিবগঞ্জ থানার বেশ কয়েকজন ছাত্র আইএসসি (Intermediate Science) পড়ার জন্য এই আজিজুল হক কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। সবার নাম স্মরণ না থাকলেও যাদের নাম মনে আছে তারা হলো-সান্না, মোকামতলার মোহাম্মদ আলি, শিবগঞ্জের এরফান, রূপনারায়ণ কানু, তরু, দাড়িদহের হৃদয় গোপাল ও আমি মাইদুল ইসলাম। আমরা প্রায় সবাই নিজ নিজ এলাকার গ্রামের স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করে বগুড়া এসেছিলাম। আর সান্না শহরের করোনেশন স্কুল, বগুড়া থেকে এসেছিল। আমাদের সবার বাড়ি যেহেতু শিবগঞ্জ তাই অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সান্না সে সময় থেকেই বেশ চটপটে ও বাকপটু ছিল। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও বই পড়া বিশেষ করে খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনী, ভ্রমণকাহিনি ও ইতিহাস পড়া তার খুব শখ ছিল। সপ্তাহে কোনোদিন যখন ক্লাস হতো না বা ক্লাসের মাঝে লম্বা বিরতি থাকত তখন আমরা সবাই কলেজটির মাঝের সেই বিরাট মাঠে বসে আড্ডা দিতাম। বর্তমানের মতো সেসময় ছাত্রদের মধ্যে বিভাজন, রেষারেষি ও রাজনৈতিক কোন্দল ছিল না। আমাদের ক'জনের মধ্যে সান্না গল্প শুনিয়ে, কবিতা আবৃত্তি করে ও হাসি-তামাশা করে আমাদের সবাইকে মাতিয়ে রাখত। ক্লাসরুমের সামনের সারিতে বসার জন্য আমরা উত্তরের আর্টস বিল্ডিং থেকে দক্ষিণের সায়েন্স বিল্ডিংয়ে সবাই একসাথে দৌড়ে যেতাম। সান্না একদিন বলল যে, আমরা সবাই বোকার মতো একসাথে কেন দৌড়াই। সে প্রস্তাব করল আমরা রুটিনমাফিক পালা করে একজন দৌড় দিয়ে আমাদের সবার খাতা নিয়ে সামনের সারির জায়গাগুলো দখল করবে, বাকিরা স্বাভাবিকভাবে হেঁটে ক্লাসে যাবে। এ প্রস্তাব সবাই মেনে নিয়ে এমনিভাবে চলে আমরা আমাদের কলেজজীবন শেষ করি।

কলেজজীবনের প্রথমদিকে সান্না আমাকে মইদুল বলে সম্বোধন করত। তারপরে কি এক ঘটনার পর থেকে সে আমাকে 'দোস্ত' বলে ডাকত যা আজীবন অক্ষুণ্ন রেখেছে। আমরা যে ক'জন শিবগঞ্জ থেকে আইএসসি পড়াশোনা করেছিলাম পরবর্তীতে তারা সবাই উচ্চ শিক্ষা শেষ করে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। এরফান কৃষিবিদ, রূপনারায়ণ কানু সরকারি কলেজে অধ্যাপনা, মোহাম্মদ আলি স্কুলের শিক্ষকতা, তরু আর্কিটেক ইঞ্জিনিয়ার, হৃদয় গোপাল ভূগোলে উচ্চ ডিগ্রি (বর্তমানে ভারতে), সান্না ও আমি মাইদুল ইসলাম ডাক্তার। সান্না ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ও আমি রাজশাহী